১৮

তারিখ 03 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

পরীক্ষা আওতামুক্ত থাকবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাল ছাত্রদল ধর্মঘট ডেকেছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল 'আওয়ামী–বাকশালীদের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যাকান্ড, পুলিশী নির্যাতন, গ্রেফতার ও হয়রানি এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন বানচাল করার প্রতিবাদে' আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহবান

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাল ছাত্রদল ধর্মঘট ডেকেছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেছে।

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন এ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পরীক্ষাসমূহ ধর্মঘটের বাইরে থাকবে। আগামী ৭ জুলাই রোববার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের অভিযোগ এনে বলেন, তিনি ক্ষমতায় আরোহণের পর গণতন্ত্র, শান্তি–শৃঙ্খলা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলার সময়ই আমরা মনে করেছিলাম, এটা তার ভবিষ্যত নিপীড়নমূলক ও হিংসাত্মক রাজনীতির পথ সুগম করার কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বশীল পদে বহাল থেকেই জনগণের পবিত্র আমানত সংবিধানের অবমাননা ও লংঘন করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদবাদ দিয়েছেন। এটা গায়ের জোরে পাঁচ মিনিটে দেশের সব দল বিলুপ্ত করে একদলীয় বাকশাল কায়েমের কালো অধ্যায়ের কথাই আতঙ্কের সাথে মনে করিয়ে দেয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের নেতা–কর্মী হত্যা, গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে ছাত্রদল সভাপতি বলেন, আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের সর্বত্র আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। কালীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতির বাড়িতে হামলা, মহিলাদের মারধোর, সম্পদ লুট, ছাত্রদল নেতা সুমন, ধানমন্ডি থানার সোহেল, পল্লবী থানার রোমেল, যুবদল নেতা ইজ্জত আলীকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা খুন করেছে। দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে ১৩ জন হত্যা, পুলিশ সহায়তায় ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হামলা, হোস্টেল দখল, অগ্নিসংযোগ গুলিবর্ষণের ঘটনা এবং ছাত্রদল নেতা কর্মীদের জোরপূর্বক বের করে দিয়ে নারকীয় ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৬ হাজার নেতা–কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনকে স্বচ্ছ করা, তাঁর সরকার দলীয় সরকার নয় বলে বিবৃতি প্রদান করেছেন। অথচ প্রজাতন্ত্রের আইন ভঙ্গকারী মহিউদ্দিন খান আলমগীর গংদেরকে পুরস্কৃত করে প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে 'জনতার মঞ্চের' নায়কদের আস্তানায় পরিণত করে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রশাসনকে কালিমালিপ্ত করার এক অশুভ যাত্রা শুরু করেছেন বলে ছাত্রদল নেতা অভিযোগ করেন।

আন্দোলনরত টাইমস–বাংলা ট্রাস্ট সংগ্রাম কমিটির ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে ছাত্রদল নেতা ফজলুল হক মিলন বলেন, বাকশাল শাসনামলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গলা টিপে হত্যা করে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রাখা হয়েছিল। আজ আবার সেই কালো অধ্যায়ের অশনি সংকেত শোনা যাচ্ছে। দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস বিক্রি করে দিয়ে দলীয়করণের এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়েছে। এই দুটি সংবাদপত্রের কর্মকর্তা–কর্মচারী ও সাংবাদিকদের কৌশলে এক দুর্বিষহ অবস্থায় নিপতিত করার যে নীল নকশা রচিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই টাইমস–বাংলা ট্রাস্ট সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। বরিশালে দৈনিক দিনকাল অফিসে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সভ্যতা বিবর্জিত যে হামলা করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের শাস্তি দেয়ার আহবান জানাই।

তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমর্থকদের ক্ষমতার দাপট ও অপব্যবহার যে কত ভয়াবহ ও ন্যক্কারজনক তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে শিক্ষক আক্তারুজ্জামান কর্তৃক ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে অশালীন আচরণ, দুর্ব্যবহার, সিনেট অধিবেশন বানচাল, এবং আওয়ামী লীগের একজন নেতা কর্তৃক বরিশালে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে লাথি মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দেয়ার ঘটনাই এর প্রমাণ।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম এমপি, মনিরুজ্জামান মনির, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, হাবিবুন্নবী সোহেল, মনোয়ার হোসেন বানা, নাসির উদ্দীন পিন্টু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, মোঃ বসির উদ্দীন প্রমুখ।